কাফিরের রক্ত আপনার জন্য হালাল

তাই তা প্রবাহিত করুন

“রুমিয়্যাহ-১” হতে সংকলিত এবং অনুবাদিত

কাফিরের রক্ত আপনার জন্য হালাল

তাই তা প্রবাহিত করুন

জাহেল কবি 'আমর ইবনে কুলসুম তার বিখ্যাত মু'আল্লাক্বাহ কবিতাতে বলেছে, " আমাদের অনেক গৌরবান্বিত ও দীর্ঘ দিবস রয়েছে, যেগুলোর মাঝে আমরা রাজাকে হার মানিয়েছি, পাছে না আমরা তার আনুগত্য করি।" "আমরা আনুগত্য করি" এই শব্দের ক্ষেত্রে সে যা ব্যবহার করেছে তা হলো "নাদিন", যার মূল শব্দ হলো "দ্বীন" যেটি সুপরিচিত কিন্তু বরাবরই যার অর্থকে ভুলভাবে বুঝা হয়। যার সাধারণভাবে অনুবাদ করা হয়ে থাকে "ধর্ম" এবং বস্তুত, দ্বীনের একটি মৌলিক অর্থ হলো আনুগত্য এবং এটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয় - যেমনটি উপরের কবিতার চরণে ব্যবহৃত হয়েছে - কোন একজন রাজার কর্তৃত্ব ও শাসন ব্যবস্থার উদাহরণে। আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর ঘটনার মধ্যে বলেছেন, "এভাবে আমি ইউসুফের জন্য কৌশল করেছিলাম, রাজার দ্বীনে তিনি তাঁর সহোদরকে আটকাতে পারতেন না" (ইউসুফঃ ৭৬), এর অর্থ হলো, " রাজার কর্তৃত্ব ও আনুগত্যের মাধ্যমে" অথবা যেভাবে আত-তাবারি বলেছেন যে, "ইউসুফ তাঁর ভাইকে মিশরের রাজার শাসন, কর্তৃত্ব ও আনুগত্যে আটকিয়ে রাখেননি।" তারপর তিনি সালাফদের বিভিন্ন উক্তির উল্লেখ করেছেন এবং বুঝিয়েছেন যে, এই আয়াতে "দ্বীন" মানে হলো সুলতান (কর্তৃত্ব), ক্বাদা (শাসন) এবং হুকুম (আইন), আর তিনি এই কথা বলে তাঁর তাফসীর শেষ করেছেন যে, "দ্বীনের মূল হলো আনুগত্য।"

আর আমাদের রাজার ক্ষেত্রে - যিনি পুরো মানবজাতির রাজা, বিচার দিবসের রাজা, সত্যিকারের রাজা (আজ্জা ওয়া জাল্ল) - আমরা তাঁর দ্বীনে প্রবেশ করেছি এবং অবশ্যই আমাদের মণে প্রাণে তাঁর কর্তৃত্বের আনুগত্য করতে হবে এবং তিনি (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেছেন, "ফিতনা দূরীভূত হয়ে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো, অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়, তবে অত্যাচারীদের উপর ব্যতীত বাড়াবাড়ি নেই" (আল বাকারাহঃ ১৯৩)। আর তাই আল্লাহর আদেশ - যেক্ষেত্রে আনুগত্য হলো ধর্মীয় কর্তব্য - ফিতনাহ দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করা, অর্থাৎ যতদিন আল্লাহর আনুগত্যের মাঝে স্পষ্ট শিরক না থাকে এবং যতদিন একচ্ছত্র আধিপত্য সত্যিকারের রাজার অধীনে চলে যায়। তিনি বলেছেন, "যদি তারা নিবৃত্ত হয়" এর মানে হলো, যদি তারা আনুগত্য করে বা আত্মসমর্পণ করে তাহলে তাদের ছেড়ে দিতে হবে। এটা হতে পারে আল্লাহর নিকট তাওবাহ করে তাঁর একক আনুগত্য মেনে নেওয়া অথবা কুফর নিয়ে অধীনস্থ হিসেবে থেকে যিজয়া প্রদান করা, যেমনটি আল্লাহ তা'আলা সাধারণভাবে মুশরিকদের হত্যার আদেশ দিয়ে বলেছেন, "যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত ক্বায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও" (আত তাওবাহঃ ৫), এবং তিনি আহলে কিতাবদের ব্যাপারে বলেছেন যারা "সত্য দ্বীনকে দ্বীন হিসেবে মেনে নেয়না" - তাদের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে যুদ্ধ করতে হবে, "যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে নিজ হাতে জিযিয়া প্রদান করে।" (আত তাওবাহঃ ২৯)

এবং, "অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয়, তবে অত্যাচারীদের উপর ব্যতীত বাড়াবাড়ি নেই" এর মানে হলো, যারা তাওবাহ অথবা দিম্মাহ দ্বারা, জিযিয়ার চুক্তির মাধ্যমে আনুগত্য করে না বা আত্মসমর্পণও করে না। আর এভাবে, যে মুসলিমও নয় আবার যিম্মি কাফিরও নয় (এবং যে পর্যন্ত সে নিজে অপমান ও ঘৃণার বোঝা নিয়ে নিজের বিরুদ্ধেই জুলুমকারী) সে একজন বিদ্বেষী অত্যাচারী, তার বিরুদ্ধে প্রযোজ্য। এর কারণ হলো শিরক নিজেই হলো জুলম (অত্যাচার), যেমনটি আল্লাহ বলেছেন, "যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বলেছিলেনঃ হে পুত্র! আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক মহা অন্যায়" (লুক্বমানঃ ১৩)। আর যদিও আহলুদ দিম্মাহ এর লোকজন হলো কিতাবীদের মধ্য থেকে মুশরিকিন, কিন্তু তাদের শিরক আল্লাহর শারীয়াহ দ্বারা জোরপূর্বক বশবর্তী এবং অবনমিত।

আর তাই অত্যাচারীদের - মুশরিকিনদের - বিরুদ্ধে যুদ্ধের দায়িত্ব স্পষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আল্লাহ কুফফারদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র এই মর্মে যুদ্ধের আদেশই দেননি, যে আমরা শুধুমাত্র ফ্রন্টলাইনে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাব। বরং, তাদেরকে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই হত্যা করার আদেশও তিনি দিয়েছেন - যুদ্ধক্ষেত্র চালু থাকুক বা বন্ধ থাকুক। তিনি বলেছেন, "অতঃপর, যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যায় তখন ঐ মুশরিকদেরকে যেখানে পাও হত্যা করো, তাদেরকে গ্রেফতার করো, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং প্রত্যেক ঘাটিতে তাদের সন্ধানে অবস্থান করো" (আত তাওবাহঃ ৫)। এই সবকিছু তাদের জন্য আরো

স্পষ্ট হয়ে গেলো যারা বুঝতে পেরেছে যে একজন কাফিরের রক্ত খুবই নগণ্য, অপবিত্র এবং প্রবাহিত করার জায়েজ।

ইসলাম হলো পুর্ণগর্ভ কিছু নীতির দ্বীন যা প্রদান করে নিখুঁত ভিত্তি যার উপর ন্যায় ও গৌরবের মজবুত কাঠামো প্রতিষ্ঠিত। এই মহৎ নীতিগুলোর একটি হলো, সকল মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ইসলাম কবুল করে অথবা শারীয়াহর চুক্তির অধীনে চলে আসে। এই নীতির ফলে কোন মুসলিম এবং চুক্তিবদ্ধ কোন কাফিরের রক্ত প্রবাহিত করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ হয় এবং সেই সাথে অন্যান্য কুফফারদের রক্ত প্রবাহিত করার অনুমতি পাওয়া যায়। রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "আমাকে মানুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা বলে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল, আর তারা সালাহ ক্বায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে। যে এরকম করবে তার রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ কিন্তু ইসলামের আইন ছাড়া" (ইবনে উমার কর্তৃক আল বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত), আর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলিমদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের নিজেদের রক্ত, সম্পদ এবং সম্ভ্রম একে অপরের কাছে হারাম" (আবু বাক্বারাহ থেকে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত)। আর দিম্মিদের ব্যাপারে - যার সাথে মুসলিমদের চুক্তি রয়েছে - রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যেকেউ চুক্তিবদ্ধ কোন একজন লোককে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না, অথচ তার সুবাস চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়" (আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত)। উক্ত রিওয়াতগুলো এই আয়াতের ব্যাখ্যা দেয়, "আর আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন; যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না" (আল আনআমঃ ১৫১), এই সম্পর্কে আত-তাবারি বলেছেন, "আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন সে হলো একজন মুমিন অথবা চুক্তিবদ্ধ কোন ব্যক্তি, আর আল্লাহ বলেছেন "যথার্থ কারণ ছাড়া" এর মানে হলো, যার ফলে কাউকে হত্যা করার অনুমোদন পাওয়া যায়, যেমন হত্যার কারণে মৃত্যুদণ্ড অথবা ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করা কিংবা রিদ্দার কারণে কাউকে হত্যা করা।"

অন্যান্যদের ক্ষেত্রে - অর্থাৎ সকল কুফফার যাদের সাথে কোন চুক্তি নেই - তাদের রক্ত নিষেধাজ্ঞার পবিত্রতা বহন করে না, উপরন্তু এই বিষয়টি মানবজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশের অধীনেই থেকে যায়, তাই তাদের রক্ত হালাল। দিম্মি নয় এমন কোন কাফিরের রক্ত প্রবাহিত করা পাপ নয়, বরং এর প্রতিদান স্বরূপ জান্নাত পাওয়া যাবে। আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "একজন কাফির এবং তাদের হত্যাকারী কখনও জাহান্নামের আগুনে একত্রিত হবে না" (আবু হুরাইরা থেকে মুসলিমে বর্ণিত)। অধিকন্তু, "আমাকে মানবজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছে" তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই কথাতে তর্কের কোন বিষয় নেই, যেহেতু মানবজাতির মধ্যে পৃথিবীর সকল মানুষ বুঝায় এবং এই আদেশের বহির্ভূত শুধুমাত্র তারা যারা ইসলামের কাছে বশ্যতা কিংবা আত্মসমর্পণ করেছে, যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তা একমাত্র সেই রাসুলের জন্যই মানানসই যাকে সকল মানুষের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে, যেমনটি আল্লাহ বলেছেন, "তুমি ঘোষণা করে দাওঃ হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্যে আল্লাহর রাসুলরূপে প্রেরিত হয়েছি" (আল আরাফঃ ১৫৮), এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "অন্যান্য রাসুলগণকে শুধুমাত্র তাদের জাতির লোকদের নিকটে প্রেরণ করা হয়েছে কিন্তু আমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে" (জাবির ইবনে আব্দিল্লাহ থেকে বুখারিতে বর্ণিত)।

এর পরেও কেউ ভাবতে পারে যে এটি বিস্ময়কর - নতুন মতাদর্শ, তাহলে তার জানা উচিত যে, এটি ছিলো সাহাবা এবং এই উম্মাহর মহান আলেমদের অবস্থান। এই বিষয়টি উমার ইবনে আল-খাত্তাব এর কথাতে প্রতিফলিত হয় যিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জীবদ্দশাতে কোন প্রকার আপত্তি ছাড়াই আবু জানদালকে তার পিতা সুহাইল ইবনে আমরকে হত্যার জন্য উৎসাহিত করে বলেছিলেন, "হে আবু জানদাল ধৈর্য ধরো,কারণ তারা কেবলমাত্র মুশরিক আর তাদের রক্ত ও কুকুরের রক্তের মাঝে কোন পার্থক্য নেই" (আল মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ থেকে আহমাদে বর্ণিত)। নিশ্চয়ই উমার সঠিক ছিলেন, কারণ মুশরিকরা সম্পূর্ণরূপে অপবিত্র, যেমনটি আল্লাহ বলেছেন, "হে মুমিনগণ! মুশরিকরা হচ্ছে একেবারেই অপবিত্র" (আত তাওবাহঃ ২৮)। এটি আনাস ইবনে মালিকের কথাতেও বুঝা যায়, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, "হে আবু হামজাহ! কি কারণে একজন বান্দার রক্ত ও সম্পদ হারাম হয়ে যায়?" তিনি বলেছিলেন, যে কেউ এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আমাদের ক্বিবলার দিকে মুখ করে, আমাদের মত সালাহ আদায় করে এবং আমরা যা জবাই করি তা থেকে ভক্ষণ করে, তাহলে সে একজন মুসলিম। একজন মুসলিম যা পাবে সেও তাই পাবে এবং একজন মুসলিমের যে দায়িত্ব তা তার উপরও বর্তাবে।" (মায়মুন ইবনে সিয়াহ থেকে বুখারিতে বর্ণিত)।

আশ শাফি বলেছেন, "একজন কাফিরের রক্ত ঝরানোকে কখনোই অব্যাহতি দেয়া যাবে না যতক্ষণ না সে মুসলিম হয়।" (আল উম্ম)। বিশদ ব্যাখ্যাতে তিনি বলেছেন, "আল্লাহ ও তার রাসুলের বিধান অনুসারে আহলে কিতাবদের জন্য আল্লাহ রক্ত ঝরানোতে নিষ্কৃতি দিয়েছেন এবং সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণে সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছেন, কোন যথার্থ কারণ ছাড়া, এটি হতে পারে আল্লাহ ও তার রাসুলের উপর ঈমান আনয়ন কিংবা মুমিনদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া। আর তিনি এমন পূর্ণবয়স্ক মানুষদের রক্ত ঝরানোতে অনুমোদন দিয়েছেন যারা ঈমান আনয়ন হতে দূরে সরে থাকে কিংবা যাদের কোন চুক্তি নেই। আল্লাহ বলেছেন, "অতঃপর, যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যায় তখন ঐ মুশরিকদেরকে যেখানে পাও হত্যা করো, তাদেরকে গ্রেফতার করো, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং প্রত্যেক ঘাটিতে তাদের সন্ধানে অবস্থান করো" (আত তাওবাহঃ ৫)" (আল উম্ম)। নারী এবং শিশুদের হত্যা করা আপত্তির বিষয়ে তিনি আরো বলেছেন, "কোন একজন মুসলিমের রক্ত প্রবাহিত করার নিষেধাজ্ঞা কাফির শিশু ও নারীদের রক্ত প্রবাহিত করার নিষেধাজ্ঞার থেকে আলাদা, নির্দিষ্ট আসমানি বিধানে নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে তাদের হত্যা করা হবে না [যদিও প্রাথমিক বিধান অনুসারে কাফিরদের সর্বসাধারণের রক্ত প্রবাহিত করার অনুমতি রয়েছে]। আর এই সম্পর্কে আমাদের মতামত হলো - এবং আল্লাহই ভালো জানেন – এই নিষেধাজ্ঞার কারণ এই তারা দাসী হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে , যেটি তাদেরকে হত্যা করার চেয়ে আরো বেশি লাভজনক, আর তাদেরকে হত্যার ফলে শত্রুদের কোন ক্ষতি হয় না; আর তাই তাদেরকে হত্যা করার চেয়ে দাসে পরিণত করা অধিক উত্তম।" (আল উম্ম)।

আল খাত্তাবি বলেছেন, "কাফিরদের রক্ত ঝরানোর অনুমোদন রয়েছে কারণ তারা কখনোই তাওহীদের কালেমার সাক্ষ্য দেয়নি; কিন্তু যদি তারা এই সাক্ষ্য দিত তাহলে তাকে নিষ্কৃতি দেয়া হত এবং তার রক্ত হারাম হতো" (আ'লাম আল-হাদিস)।

নারী ও শিশুদের লক্ষ্যবস্তু বানানোর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে উল্লেখ করার পর ইবনে হাজম বলেন, "মুশরিকদের যে কাউকে হত্যা করার অনুমতি রয়েছে - যাদের বিষয়ে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের ছাড়াই, সে যোদ্ধা হোক বা বে-সামরিক হোক, ব্যবসায়ী বা চাকুরীজীবী, বৃদ্ধ - সে প্রভাবশালী হোক বা না হোক - কৃষক, ধর্মযাজক কিংবা পুরোহিত, অন্ধ হোক কিংবা প্রতিবন্ধী হোক - কাউকেই ছাড় দেওয়া যাবে না" (আল-মুহাল্লা)।

ইবনে কুদামাহ হারবি (যে কাফির চুক্তিবদ্ধ নেই) এর সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন, "কোন প্রকার আপত্তি ছাড়াই তার রক্ত প্রবাহিত করার অনুমতি

রয়েছে, ঠিক শুকরের মতো" (আল-মুগনি)। তিনি আরো বলেন, "আসলি কুফফারদের (যারা মুরতাদ নয়) নিজেদের ভূমিতে তাদের কোন নিরাপত্তা নেই" (আল-মুগনি)।

ইবনে রুশদ বলেন, "আর মূলনীতি হলো যে, সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণে যা অনুমোদন দেয় তা হলো কুফর এবং যা সম্পদ রক্ষা করে তা হলো ইসলাম, যেমনটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "এবং যদি তারা এই সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে সুরক্ষিত" (বিদায়াত আল-মুজতাহিদ)। যদিও বিশেষভাবে তিনি সম্পদের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু রক্ত প্রবাহের বিষয়টিও তার কথা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় কারণ তিনি উপরোক্ত প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

আল-কুরতুবি বলেন, "যদি কোন একজন মুসলিম কোন চুক্তিবিহীন কাফিরের সাথে সাক্ষাত করে, তাহলে সেই মুসলিমের জন্য তাকে হত্যা করার অনুমতি রয়েছে।"

একজন নিহত কাফিরের সম্পর্কে আবু হানিফাহ বলেন, "এক্ষেত্রে কোন প্রতিশোধ নেই (হত্যাকারীর বিরুদ্ধে) এবং কোন দিয়াহ (রক্তপণ) পরিশোধ করতে হবেনা, কারণ যদি এটা প্রমাণিত না হয় যে সে একজন চুক্তিবদ্ধ বা দিম্মাহর অধীন তাহলে কাফিরের রক্তের ব্যাপারে অনুমতি রয়েছে (প্রবাহিত করার)" (আল-হাওয়ি আল-কাবির)। একইভাবে প্রসিদ্ধ হানাফি আলেম আল-কাশানি বলেন, "মূলনীতি হলো এটা যে, যারা যুদ্ধে রয়েছে (মুসলিমদের বিরুদ্ধে) তাদের মধ্যকার যে কাউকে হত্যা করার অনুমোদন রয়েছে, হোক তারা যুদ্ধ করুক বা না করুক। কিন্তু যারা যুদ্ধে লিপ্ত নয় তাদের মধ্য থেকে কাউকে হত্যা করার অনুমতি নেই [অর্থাৎ বৈধ চুক্তি], কিন্তু যদি তারা যুদ্ধ করে বা কৌশলগত সাহায্যের আবেদন করে, উস্কানি দেয় কিংবা অন্যান্য কিছু তাহলে ভিন্ন কথা। তাই পুরোহিত এবং সন্ন্যাসী যারা মানুষদের সাথে মিশে থাকে তাদের হত্যা করা হবে, একইভাবে যাদের মাঝে পাগলামি আছে এবং যারা বোবা ও বধির এবং যার একটি হাত বা একটি পা রয়েছে তাদেরও হত্যা করা হবে, যদিও তারা যুদ্ধ করছে না। এর কারণ হলো তার ঐ একই লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা যুদ্ধে রয়েছে [মুসলিমদের বিরুদ্ধে]" (বাদাই আস-সানাই)। যারা দ্বীন সম্পর্কে পড়াশুনা করেছে উপরোক্ত বিষয়গুলো তাদেরকে আশ্চর্যান্বিত করবে না, কারণ কাফিরদের রক্ত প্রবাহের জন্য হালাল এই সম্পর্কে ঐকমত রয়েছে। আত-তাবারি বলেন, "তারা (ইসলামের আলেমগণ) একমত যে, যদি একজন মুশরিক হারামের (মক্কাতে) সকল বৃক্ষের বাকল পরিধান করে ও তা দ্বারা নিজের কাঁধ ও বাহু আবৃত করে রাখে, তবুও এই বিষয়টি তাকে হত্যা করা থেকে নিরাপত্তা দিতে পারবে না, কিন্তু যদি কোন মুসলিম তার দিম্মার কোন চুক্তি করে বা নিরাপত্তা দেয় তাহলে ভিন্ন কথা।"

দারুল কুফরে বসবাসকারী মুসলিমদের অবশ্যই মণে রাখা উচিত যে, কুফফারদের রক্ত হালাল, আর তাদের হত্যা করা হলো আল্লাহর এক ধরণের ইবাদত, যিনি মহান, অধিপতি এবং মানবজাতির রব। এর মধ্যে পড়ে কোন ব্যবসায়ী যে একটি ট্যাক্সিক্যাবে চড়ে তার কাজে যায়, তরুণ প্রাপ্তবয়স্ক (সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত শিশুরা) যারা পার্কে খেলাধুলার জন্য একত্রিত হয় অথবা একজন বৃদ্ধ লোক যে স্যান্ডউইচ কেনার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে। নিশ্চয়ই রাস্তায় ফুল বিক্রেতা কাফির যে পথিকদের কাছে ফুল বিক্রি করে তার রক্তও প্রবাহিত করার জন্য হালাল - আর কুফফারদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করা একজন মুসলিমদের কর্তব্য। কুফফার সৈন্য বা পুলিশ কিংবা বিচারক ও রাজনীতিবিদ কাউকে লক্ষ্যবস্তু বানানোর জন্য কোন শরঈ শর্তের প্রয়োজন নেই, বরং যারা দিম্মায় চুক্তিবদ্ধ নেই সে সকল কুফফার হলো বৈধ লক্ষ্যবস্তু। কিভাবে কুফফাররা নিরাপত্তার স্বপ্ন দেখতে পারে যখন পৃথিবীর সব স্থানে মুসলিমরা নির্যাতিত এবং যখন গণতন্ত্রের মূর্তি দ্বারা বিদ্রূপাত্মকভাবে আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করা হচ্ছে?

একজন মুশরিক পুলিশ বা সেনা আর ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, সবার রক্ত হালাল।